বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্যায়)—বাংলা ছোটগল্পের প্রথম জন্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে; বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২২) 'মধুমতী' (১৮৭৩) বাংলা ভাষার প্রথম স্বয়ংসিদ্ধ ছোটগল্প। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) 'উপন্যাস' অভিধা নিয়ে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আসলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই সদ্য-উদ্ভিন্ন নানা সাহিত্য-সাময়িকীর প্রয়োজনে ছোট আকারের বিচিত্ররূপ গল্প প্রকাশিত হয়ে আসছিল; সেই অসংজ্ঞান প্রচেষ্টার সূত্রেই বাংলা ছোটগল্প-রূপের প্রথম উদ্ভব। ছোটগল্পও মূলতঃ এক বিশেষ রকমের ছোট আকৃতিরই গল্প; স্বাতন্ত্র্য কেবল গঠনরীতি আর স্বাদুতার বৈশিষ্ট্যে। সেই তাৎপর্যেই, লেখকের পক্ষ থেকে প্রথমাবধি রূপ-রসগত অনবধান সত্ত্বেও, 'মধুমতী' একটি সদ্য-অঙ্কুরিত ছোট-গল্পই;—তার জীবন-চিন্তার গাঢ়তা, বিবৃতি-সংক্ষিপ্তির আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনাকুশল বাক্‌রীতি-মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এক জীবন-সমস্যাকে তির্যক-প্রতিফলন-প্রভাবে বিন্দু-সংহত করে তোলার পরিণামী প্রয়াস,—এই সব কিছুতেই 'মধুমতী'র ছোটগল্প-ত্ব।

প্রায় একই সময়ে অনবহিত শিল্পি-চিত্তের আরো দুটি ছোটগল্পাঙ্কুরিত স্মরণীয় ফসল পাওয়া গেছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-৮৯) 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' আর 'দামিনী' গল্পে (১৮৭৪)।

বাংলা ছোটগল্প রূপ-রস-সচেতন প্রথম পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) হাতে,—'দেনাপাওনা' গল্পে (১৮৯১)। 'ছোটগল্প' অভিধাটিও আঙ্গিকগত বিশেষ তাৎপর্যে তাঁরই প্রথম প্রয়োগ। তার আগেকার অর্ধসংজ্ঞান পথ-সংবাহনের সফল ইতিহাস-পরিচয় বিধৃত আছে অন্যান্যদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) আর নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬০-১৯৪০) বহুলসংখ্যক হ্রস্বাকৃতি গল্প রচনায়। এঁরা দুজনেই প্রধানতঃ ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার লেখক; তাঁদের প্রথম গল্প-সংকলন-গ্রন্থও (যথাক্রমে 'নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প' এবং 'সংগ্রহ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস') প্রকাশিত হয়েছিল একই বছরে (১৮৯২)।

অপেক্ষাকৃত পরাগত হলেও এই ধারাতেই অবিস্মরণীয়তা দাবি করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯); রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধরূপ ছোটগল্প-শিল্প যখন প্রতিষ্ঠাভিমুখী, এমন সময়ে অপরূপ স্বাদুতাবহ আজগুবি রসের

Scanned by CamScanner

মজার গল্প লিখলেন তিনি ; অবয়বে শিথিল হলেও আকারে ছোট এই গল্প-গুলির গাল্পিক সমৃদ্ধি অবশ্যই স্বীকার্য।

একেবারে প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্র-গল্পাবলীও ছিল বিস্রস্তরূপ ; তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' (ভারতী ১৮৭৭) ; এবং 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' ও 'মুকুট' গল্প-ত্রয়ও কেবল রূপে নয়, রসেও দুর্বল। 'দেনাপাওনা' ছাড়াও তাঁর আরো পাঁচটি রূপ-রস-সফল ছোটগল্প মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল 'হিতবাদী'তে (১৮৯১) ; এবং ঐ বছর থেকেই 'সাধনা'য় তাঁর খ্যাততম গল্পগুলিও প্রকাশিত হতে থাকে—বাংলা ছোটগল্পের গতিপথ সুনিশ্চিত রেখায় চিহ্নিত হয়ে যায় তখনই।

পথান্তর গমনের সম্ভাবনাও কিন্তু ছিল ; স্বতন্ত্র প্রয়াসে তার আয়োজন করেছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০-১৯২১) 'সাহিত্য'-পত্রিকাগোষ্ঠী। প্রতীচ্যের বিচিত্র সুপরিণত ছোটগল্প-রীতির সচেতন অনুসরণে আঙ্গিকসিদ্ধ বাংলা ছোটগল্পসাহিত্যের ধারা প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তাঁরা। মূল ফরাসী থেকে 'ফুলদানী' নামে প্রস্পের মেরিমির একটি গল্পের অনুবাদ করেছিলেন (১৮৯১) প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। বাংলা ভাষায় মূলানুগত ফরাসী ছোটগল্পানুবাদের প্রথম কৃতিত্ব অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫)। তাহলেও 'সাহিত্যে' প্রমথ চৌধুরীর গল্পানুবাদ অনুবাদ-গল্প রচনার ধারা অবারিত করেছিল কিছুকাল। কিন্তু পরিণামে আমাদের ছোটগল্প রবীন্দ্র-প্রবর্তিত মৌলিক সৃজন-পন্থাই অনুসরণ করেছে,—আঙ্গিকে এবং কল্পনায় প্রতীচ্য-প্রভাব তাতে অনস্বীকার্য হলেও একমাত্র হতে পারেনি কখনোই।

মৌলিক গল্প-রচনার স্বাধীন চেষ্টাও করেছিলেন 'সাহিত্য'-পত্রিকা ; সম্পাদক নিজেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র স্মরণীয়তার গৌরবাধিকারী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৬-১৯৩১) ; তাঁর হাসির গল্পগুচ্ছ নিঃসন্দেহে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) ও রাজশেখর বসুর ('পরশুরাম'—১৮৮০-১৯৬০) বিশ্রুত কৌতুক সহাস গল্প-সাহিত্যের পূর্বসূরিত্ব দাবি করতে পারে।

মাঝে মাঝে বিরতি-চিহ্নিত হলেও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধ ছোটগল্প রচনার ইতিহাস প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপ্ত (১৯৯১-১৯৪১) হয়েছিল। এই সময়-সীমায় অন্যূন ৮৯টি গল্প তিনি লিখেছিলেন ; 'মুসলমানীর গল্প' রবীন্দ্র-কল্পিত সর্বশেষ

Scanned by CamScanner

গল্প-খসড়া। এই সংখ্যাধিক সমৃদ্ধ গল্পসাহিত্যে মোপাসাঁ, চেকভ্, টুর্গেনিভ্, পো প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিদেশী গাল্পিকগণের প্রভাব লক্ষিত হয়েছে,—নানা প্রকারে এবং পরিমাণে। তাহলেও রূপ-রসে বিচিত্র রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শৈলীও আসলে তাঁর আন্তর উপলব্ধি এবং গল্প-বাচ্যের দ্বারা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত। জীবন-অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য এবং বাক্‌স্বাতন্ত্র্যের এই নিরিখে তাঁর গল্পগুচ্ছকে মোটামুটি চারটি স্থূলাঙ্কিত বিভাগে পৃথক্ করা সম্ভব। প্রথম পর্যায়ের গল্পগুচ্ছ (১৮৯১-৯৫) পদ্মাতীরের প্রাথমিক জীবনানুভবে আবেগ-তপ্ত; প্রকৃতি-লালিত সহজ-মানুষের অনাড়ম্বর জীবন-কথা মুখ্যতঃ সাঙ্গীতিক সুরাবেশে আবিষ্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৮৯৮-১৯০৭) গল্প-চিন্তনে উনিশ শতকের শেষ দিগন্তবর্তী রাজনীতি এবং ধর্ম-সমাজ-পরিবারনীতি-মুখ্য নানা সমস্যার অবধান নিবিষ্টতর বাক্‌রীতি এবং সুকল্পিত গঠন-পারিপাট্যে উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এইসব গল্পের অধিকাংশই 'সাধনা'র জন্য লিখিত হয়। পরবর্তী 'সবুজপত্র'-যুগের (১৯১৪-১৭) গল্পাবলীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কালের অসংখ্য দেশি-বিদেশী জীবন-জটিলতার আকস্মিক চমক ভাষা এবং প্রকাশ-রীতিতেও বয়ে এনেছে তির্যক্ বাক্-কুশলতাপূর্ণ একপ্রকার বুদ্ধি-শাণিত কাব্যিকতার দ্রুতগতি। একেবারে শেষ পর্যায়ের (১৯৪০-৪১) গল্প-সমষ্টি ছোটগাল্পিক সংগঠনে যথেষ্ট সংহত নয়,—কিন্তু প্রথম যুদ্ধোত্তর কুড়ি থেকে দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন চল্লিশের দশকের সীমান্তলীন বিচিত্র, বিতর্ক-উত্তাল আধুনিক-মনস্কতার স্ব-বিরোধ-পীড়নের অবরোধ-উত্তরণের আগ্রহে উদ্বেল; বাক্‌তীক্ষ্ণতা এবং কাব্যিকতার মিশ্রণে প্রয়োগ-রীতিও হয়েছে অভিনব মননোজ্জ্বল।

তাছাড়া নিতান্ত বহিরাঙ্গিকগত বিচ্ছিন্ন বিচারেও রবীন্দ্রনাথের এই বহুল সংখ্যক ছোটগল্পে (চার খণ্ড 'গল্পগুচ্ছে' সম্পূর্ণ সংকলিত) নাটকীয়তা, সুরাবহ, সংকেতবাহী ব্যঞ্জনাধর্ম ইত্যাদি আদর্শ-ছোটগল্পশৈলীর প্রত্যাশিত সকল উপাদানই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে যথাস্থানে,—যথাপরিমাণে।

এই সব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘব্যাপী ছোটগল্প-রচনার ইতিহাস আসলে পঞ্চাশ-পূর্ব বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যেরও দিগন্ত-সীমা; নানা দিক থেকে, বিভিন্ন তাৎপর্যে এই যুগের গল্প-নির্মিতি বস্তুতঃ রবীন্দ্রানু-বর্তনেরই ইতিহাস।

পিতার গল্প-রচনার নিবিড় ভাব-প্রভাব কবি-কন্যা মাধুরীলতাকে (১৮৮৬-

Scanned by CamScanner

১৯১৮) স্বল্প কয়টি উল্লেখনীয় গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের (১৮৬৯-১৯২৯) মিতবাক্ নাটকীয়তা-সংহত সরল গল্পগুলিতে লেখকের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে রবীন্দ্রানুগত্যের ছাপও সুস্পষ্ট। কিন্তু বাংলা ছোট-গল্পে রবীন্দ্রানুবর্তনের গাঢ়তম প্রকাশ 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই। কেবল স্বর্ণকুমারী এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনকালেই নয়, প্রায় সর্ব সময়েই 'ভারতী'র গল্পের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল ছিল। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮-১৯২৯) যুগ্ম সম্পাদনাকালে (১৯১৫-২৪) রবীন্দ্র-ভক্ত শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণের মেলবন্ধন ঘটে 'ভারতী গোষ্ঠী' নামে। এমন কি অবনীন্দ্রনাথও (১৮৭১-১৯৫১) এই সময়ে ধরা দিয়েছিলেন অভিনব রসের গল্প-চিত্র নিয়ে। কিন্তু সম্পাদক যুগ্মের সমসূত্রেই 'ভারতী গোষ্ঠী'র গাল্পিকদের মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৮-১৯৩৮) গল্প-রচনায় রবীন্দ্র-স্বর সর্বাপেক্ষা সোচ্চার। এই গোষ্ঠীর সাগ্রহ গল্পানুবাদকদের মধ্যে মণিলাল তাঁর মৌলিক রচনার মতই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত; কেবল কন্‌টিনেন্‌টাল নয়, জাপানী গল্পের অনুবাদও করেছিলেন তিনি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪) ঋজু শাণিতবাক্ ছোটগল্পে এবং হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) রহস্যগল্প লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অবশ্য 'রহস্যলহরী সিরিজে'র শ্রেষ্ঠ গল্পকার ছিলেন সেদিন দীনেন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৯-১৯৪৩)।

আলোচ্য কালসীমায় রবীন্দ্রানুগত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কিন্তু ছোটগাল্পিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২); 'ভারতী' ছাড়াও স্ব-সম্পাদিত 'মানসী ও মর্মবাণী'তে তাঁর অধিকাংশ গল্পের প্রকাশ। রচনা সংখ্যা এবং রূপ-রসের বিস্তার-বৈচিত্র্যে ইনি এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-শিল্পী।

'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষণেই প্রথম স্মরণীয় মহিলা ছোটগল্প-শিল্পীদের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা; এঁদের প্রধান আদর্শ ও আকর্ষণ ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রখ্যাত উপন্যাস-শিল্পী অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) ছোটগল্পও লিখেছিলেন; কিন্তু তাঁর অগ্রজা ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯-১৯২২) এবং পরবর্তীকালের বান্ধবী নিরুপমা দেবীই (১৮৮৩-১৯৫১) ছোটগল্প-শিল্পে উজ্জ্বলতর সফলতার অধিকারিণী হয়েছিলেন। প্রথম যুদ্ধ-পূর্ব বাঙালীর সমাজ ও পরিবার-জীবন-সম্পর্কিত বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও সমস্যা নারী-চিত্তের স্নিগ্ধ অনুভবে নিবিড় হয়ে দেখা দিয়েছে এই সব গল্পে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে এলেও শান্তা (১৮৯৪) সীতাদেবী (১৮৯৫)

Scanned by CamScanner

'প্রবাসী'র সমৃদ্ধ ছোটগল্পের আসরে প্রায় একই রস এবং মেজাজের গল্প লিখেছিলেন ; এঁদের ভাব-নৈকট্য ছিল রবীন্দ্র-রচনা এবং ভাবনার সঙ্গে। শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪) এবং প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫) আরো দুজন স্মরণীয়া মহিলা-শিল্পী ; শৈলবালা বিশেষভাবে তথাকথিত অন্ত্যজ, এবং মুসলমানী জীবন-ধারা নিয়ে গল্প লিখে নবীন রসসৃষ্টি করেন।

এই সকল গল্প-সাহিত্যে মুখ্যতঃ ১৯০৭ খ্রীস্টসাল-সীমায় রচিত রবীন্দ্র-গল্পচিন্তারই অনুবর্তন ঘটেছে ব্যক্তিত্ব-বিলম্বী নূতন বাক্‌রীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সহযোগে। এই ধারারই এক স্বতন্ত্র প্রতিশ্রুতিপূর্ণ গোষ্ঠিগত প্রয়াসের সূচনা ঘটে ভাগলপুরে কিশোর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৬৬-১৯৩৮) কেন্দ্র করে। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলি সর্বত্র যথেষ্ট ছোট নয়, বাক্‌রীতিতেও ছোটগাল্পিক সংহতির চেয়ে ঔপন্যাসিক বিস্তারের আগ্রহ বেশি। তাহলেও জীবনানুভবের আবেগ-উচ্চারিত নিবিড় ঘরোয়া সুর তাঁর গল্পগুচ্ছকে রূপ-রীতির অতীত জনপ্রিয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁর 'মন্দির' (১৩১০) গল্পটি প্রথম বহুল-প্রকাশিত বেনামী রচনা, এবং শরৎ-গল্প শিল্পের এক স্মরণীয় প্রতিনিধিও ; 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' বড়গল্প প্রথম স্বনামে প্রকাশিত হবার উপলক্ষেই সাহিত্যের আসরে তাঁর স্থায়ী আবির্ভাব।

বাংলা ছোটগল্প-রচনার এক স্মরণীয় উদ্দীপনা-সূত্র কুন্তলীন পুরস্কার ; কুন্তলীন কেশতৈল আর দেলখোস এসেন্সের বিজ্ঞাপন প্রচার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকারক এইচ্. বসু ১৮৯৩ খ্রীস্টসাল থেকে ছোটগল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন,—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, কিংবা ইন্দিরা-অনুরূপা দেবী প্রভৃতি সেকালের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কিশোর-সঙ্গীদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ভট্ট, গিরীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তীকালেও গল্প লিখেছিলেন ; স্বাদে ও সুরে সুরেন্দ্রনাথের রচনা পরিণামে 'কল্লোল' দলের নৈকট্য লাভ করেছিল। এই দলের শ্রেষ্ঠ গাল্পিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০) সিরিয়াস্ এবং হাসির গল্প লিখেছিলেন অজস্র ; তাতে নিবিড় স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু উচ্ছ্বাসের অতিরেক নেই। তাঁর সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রখ্যাত ছোটগল্পের মধ্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসী মামী'ও ছিল অন্যতম।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস-ভাবনার উত্তর পর্বকে কেন্দ্র করে বাংলা ছোট-

Scanned by CamScanner

গল্পে বক্তব্য এবং বাক্‌রীতির প্রথম বিশিষ্ট অভিব্যক্তি সূচিত হয়েছিল ; সে-ধারার রূপরসগত প্রথম দিক্‌পরিবর্তন ঘটতে পারল 'সবুজপত্রে' (১৯১৪) প্রকাশিত গল্পাবলীতে ; রবীন্দ্রনাথের 'হালদার গোষ্ঠী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', ইত্যাদি গল্পে তার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প-শিল্পী ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ; হৃদ্‌-ভাবনার বন্ধন-বিমুখ তাঁর চিদ্‌বৃত্তিমুখ্য তির্যক্‌ ভাষণোজ্জ্বল আজগুবি রসের গল্প সমষ্টিতে কথকতাপুষ্ট এক বৈঠকী ভঙ্গী গড়ে উঠেছে ; তাঁর 'চারইয়ারী কথা'ও বিশেষ তাৎপর্যে অভিনব আঙ্গিকের চারটি গল্পেরই সমষ্টি। গল্পের শরীরকে উপলক্ষ মাত্র করে কাহিনী এবং রীতিচেতনা-নিরপেক্ষ মনন-নিষ্ঠ খেয়ালীপনার অতুলনীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন প্রমথ-শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) তাঁর 'রিয়ালিস্ট' নামক গল্প-সংকলন গ্রন্থে। কিরণশঙ্কর রায়ও (১৮৯১-১৯৪৯) 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর আর এক স্মরণীয় শিল্পী ; মন এবং মননের মিশ্রণে তাঁর স্বল্পসংখ্যক গল্পগুচ্ছ স্বাদ-স্বতন্ত্র।

'সবুজ পত্র' যুগের এই গল্পগুচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কালে উদ্ভূত স্বতন্ত্র মর্জির প্রতিফলন ; যুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত মানসিকতার প্রথম পরিস্ফুট প্রকাশ কুড়ির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। বিষয়বস্তুতে পুরাতনেরই পুনরাবর্তন লক্ষিত হতে পারে এ-কালের গল্পগুচ্ছেও ;—পদ্মাপারের রবীন্দ্রগল্পের মতই,—দরিদ্রের বেদনা, নরনারীর সম্পর্ক-রহস্য ও তার বহু বিচিত্র প্রাসঙ্গিক জটিলতা, এবং স্বল্প পরিণামে সমসাময়িক রাজনৈতিক অভিঘাতের প্রতিক্রিয়াদি নিয়েই গল্পের উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। পার্থক্য কেবল মর্জির স্বাতন্ত্র্যে। দারিদ্র্য অপেক্ষা দীনতার আক্রোশ, নরনারীর জীবন-রহস্যের প্রসঙ্গে যৌনতার কুণ্ঠামুক্ত প্রকাশ ; রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন-চিন্তনেও ক্ষুব্ধ নৈরাশ্যের প্রসার এই সময়ের গল্প-সাহিত্যের মজ্জাগত। যুদ্ধোত্তর অবদমন-পীড়িত যৌন মনস্তত্ত্বমূলক 'কন্‌টিনেন্‌টাল্‌' সাহিত্যের অনুসরণ-স্পৃহাই অতি-উদ্দীপ্ত হয়েছিল একেবারে প্রথম পর্যায়ে।

সে যাই হোক, বিশেষার্থে বাংলা ছোটগল্পে 'আধুনিক' মর্জির দাবিতে যৌন মনস্তত্ত্ব-প্রক্ষেপণের প্রথমাগ্রহও আসলে রবীন্দ্র-গল্পভাবনারই পরিশিষ্ট-সূত্রে। এই ধারার অন্যতম অগ্রণী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৩) তাঁর প্রথম চমকপ্রদ 'ঠান্‌দি' গল্প লিখেছিলেন 'নষ্টনীড়' গল্পের কুণ্ঠা-অবরোধ অতিক্রমণের সচেতন উৎসাহে। গল্প-বাণীর চেয়ে বিশিষ্ট বক্তব্য প্রতিফলনের অত্যাগ্রহ শিল্পীর

Scanned by CamScanner

সহজ শক্তিকে নিষ্প্রভ করেছে। তাহলেও উচ্ছ্বসিত তারুণ্যের বহুভাষিত 'রবীন্দ্রোত্তরণের' ঝাঁঝালো আগ্রহ এখানেই উদ্দীপিত হয়ে সংঘবদ্ধ হতে পেরেছিল 'কল্লোল', 'কালিকলম' এবং গৌণতঃ 'প্রগতি', 'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায়। 'কল্লোলে'র প্রথম প্রকাশের (১৯২৩) পূর্বাবধি আত্মসংবৃত এক নিজস্ব ভঙ্গিতে 'আধুনিক' মানসিকতার লালন-উদ্দেশ্যে গল্প লিখে উল্লেখ্যতার ভাজন হয়েছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭), সুনীতি দেবী, এবং 'কল্লোলে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক যথাক্রমে দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) এবং গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)। এ-কালের গল্পে ছোটগল্পের পুরাপ্রচলিত গঠন-সম্পূর্ণাঙ্গতা বিস্রস্ত হয়েছে, কোথাও সুর, কোথাও কবিতার ঝঙ্কার, কোথাও বা ব্যঞ্জনা-তির্যক বাক্‌ভঙ্গী নূতন সংকেতবাহী শৈলীর সূচনা করেছে।

'কল্লোল'-গোষ্ঠীর জনপ্রিয় নাম অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-ত্রয়ী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০২) প্রভৃতি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩) অভিজ্ঞতা ব্যাপক ; তাঁর গল্প-বিষয়ও প্রায় সর্বগ,—প্রকাশ-রীতিতে সর্বত্রই কথা-ঝঙ্কৃত কথকতার আগ্রহই প্রধান ;—বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮) গল্পে গল্পবস্তু হাতে ধরা যায় না, সুরেলা ভাষাই মুখ্য স্বাদবাহী,—যৌনতার আগ্রহ দুজনেরই প্রধান প্রবণতা ; যুবনাশ্ব ছদ্মনামে খ্যাত মণীশ ঘটকের (১৯০১) বস্তুঘন দৃঢ়-সংবদ্ধ গল্পেও একই মানসিকতার অত্যুৎসাহী প্রকাশ। শৈলজানন্দ প্রথম যুদ্ধোত্তর গল্প-সাহিত্যে নবতম জীবন-সীমান্তের আবিষ্কারক ; তাঁর 'কয়লাকুঠি'র গল্পে খনির অন্ধকার গহ্বরে, কিংবা গহন রাতে কুলিধাওড়ার তামসিকতার অন্তরালে খুঁজে পাই নিত্যদিনের সুখদুঃখলাঞ্ছিত শাশ্বত মানব-মানবীকে। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক পল্লী-জীবনকথারও তিনি আর এক পথিকৃৎ কথাকার। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনের অন্তরঙ্গ উপাখ্যানও শোনা গেছে তাঁর কাছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪) রবীন্দ্র-উত্তর ছোটগল্পে অবিস্মরণীয় নাম ;—গাল্পিকতা, কাব্যকুশলতা, নাট্যধর্ম এবং সংকেতবহুলতার সকল পথেই সমান দক্ষতার সঙ্গে চলেছে তাঁর রস-ঘনিষ্ঠ ছোটগল্প-প্রসূ লেখনী। এঁদের অনেকেই প্রথম গল্প প্রকাশ করেছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

নজরুল ইস্‌লামও (১৮৯৯) 'কল্লোলে'র ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন ; কিন্তু মুখ্যতঃ অন্যত্র প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পের স্মরণীয়তা রচনাগুণে নয়, রচয়িতার প্রাধান্য-সূত্রেই ; উদ্দাম যৌবনের পরিস্ফীত সম্ভোগ-ব্যাকুলতা উল্লসিতবাক্ কাব্যাতি-

Scanned by CamScanner

[illegible] ; [illegible] জীবন-প্রকাশের [illegible] হয়েছিল। এই সময়ে নিছক [illegible] জীবন নিয়ে লিখলেন ছোটগল্প [illegible] ; [illegible] এই [illegible] দান করেছিল।

'কল্লোল' গোষ্ঠীর [illegible] উদ্ভাস-দ্যুতি [illegible] ও [illegible], উচ্ছলতা ও [illegible], [illegible] এবং [illegible] আত্মপ্রকাশ [illegible] (১৯২৬-১৯৩৬) [illegible] ছোটগল্প [illegible] করেছিল। [illegible], অথচ দুঃখ [illegible] গল্প-শিল্পী [illegible] (১৯০৮-৪৬) রচনায় এই [illegible] [illegible] আশাবাদ [illegible] পরিণামে [illegible] আশার আলো [illegible] করেছে।

'কল্লোলে'র পূর্বাচার্য প্রথম [illegible] গল্প লিখেছেন [illegible] (১৯০৮)। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার বিষয় [illegible], প্রকাশের শৈলী [illegible] পরিশীলন-প্রয়োগ-রহিত ;—[illegible], অথচ [illegible]। [illegible] রাষ্ট্রের [illegible] জীবন-[illegible] তাঁর [illegible] এদিক-উদ্দেশ্যের [illegible]।

নরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীও (১৯০৬) আসলে গল্পীমনস্ক শিল্পী ; তাঁর [illegible] দেশ এবং বিদেশের [illegible] রাজনীতি-অর্থনীতির [illegible] [illegible] অভিব্যক্তি [illegible] হয়েছে। [illegible] বসু (১৯০১) উদ্ভিদ-[illegible] রোমান্স-আবিষ্ট গল্প-শিল্পী ; [illegible] জীবনের [illegible] আর রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শগ্রেরিত [illegible] আন্দোলন-[illegible] বিষয় [illegible] রূপ [illegible] তাঁর ছোটগল্পে।

একই সময়ে বিপরীত রস ও প্রকৃতির গল্প রচনায় [illegible] হয়েছিলেন শক্তিমান আরও একজন গল্প-শিল্পী ; 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর শিল্পীদলের [illegible] তাঁদের [illegible] ছিল তাঁদের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রেরণা। প্রথমে সাপ্তাহিক (১৯২৬) এবং [illegible] পরে মাসিক (১৯২৭) 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর [illegible] রচনা তাই ছিল ব্যঙ্গতীব্র [illegible]। এঁদের [illegible] করেছিলেন অনুধ্যায়ীকবি রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৯১৬-১৯৩৪)। 'প্রবাসী'

প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর গভীর রসের রূপসিদ্ধ গল্পে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-নীতিগত বিচিত্র সমস্যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উত্তাপে জীবন্মূর্তি ধারণ করেছিল,—উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজের অন্তরঙ্গ রূপ তাঁর মর্মগত ছিল। ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ গল্পগুলিও তাঁর হাতে অব্যর্থ-লক্ষ্য শাণিত তীরের মত অভিব্যক্তি পেয়েছে। এই দলের কেন্দ্রমণি সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), স্বল্পকালীন সম্পাদক পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯), ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৫৫) প্রভৃতি ব্যঙ্গরসের হাসির গল্প রচনায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

স্বতন্ত্রভাবে হলেও 'প্র. না. বি.' প্রমথনাথ বিশীও (১৯০১) প্রধানতঃ বিদ্রূপ-তীব্র হাসির গল্প-রচনার গৌরবেই স্মরণীয়; অন্যপক্ষে একালের প্রখ্যাত হাস্য-রসিক গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯) কৌতুকস্নিগ্ধ রসের গল্পই লিখেছেন মুখ্যতঃ।

প্রথম যুদ্ধোত্তর দুটি দশকের ইতিহাস-ব্যাপ্ত বিচিত্র আন্দোলনে আক্ষিপ্ত পরিবেশেও তপস্বী-সুলভ নিমগ্নতা নিয়ে স্নিগ্ধ-প্রত্যয়ের আধ্যাত্মিক স্বাদসুরভি-যুক্ত গল্প লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫৪), সরল অনাড়ম্বর বর্ণনাধর্মী গল্পের পরিধি সর্বত্র সুরেখ নয়, কিন্তু রসের স্নিগ্ধ সুপরিমিতি আবেশ-নিবিড়। 'বনফুল' বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৮) স্বতন্ত্র হয়েছেন তাঁর বিজ্ঞানী মেজাজের স্বকীয়তায়; রূপ-রীতি এবং জীবন-জিজ্ঞাসুতায় তাঁর নূতনতার কৌতূহল অতন্দ্র, অথচ নিত্য নূতনের মালিকা সর্বত্রই গ্রথিত হয়েছে শাশ্বত জীবন-প্রত্যয়ের দৃঢ় সূত্রে। নিবিড় জীবন-চিন্তনে মর্মস্পর্শী অথচ ঋজু স্বল্পবাক্ অতিহ্রস্ব একপ্রকার গল্প-কণিকা রচনা ক'রে তিনি চিরস্মরণীয় হয়েছেন; তাহলেও সাংকেতিক ব্যঞ্জনা, কিংবা সংঘট্য-চকিত পূর্ণায়তন ছোটগল্পও তাঁর কম নয়,—ব্যঙ্গকৌতুকের পথেও তাঁর লেখনীর গতি অপ্রতিহত।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪) স্বাতন্ত্র্য তাঁর জীবন-সচেতন অতন্দ্র মননশীল দৃষ্টির অন্তর্লীন গোপন মনোধর্মের গাঢ়তায়; প্রকাশের শৈলী বুদ্ধিচকিত সাংকেতিকতায় স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। জনপ্রিয় প্রবীণ শিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে রহস্য-গল্প রচনার দক্ষতাগুণেই সবিশেষ স্মরণীয় হতে পেরেছেন।

ত্রিশের দশকের শেষপাদ থেকেই বৃহত্তর ভারতের জীবনক্ষেত্রে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাপীড়িত জীবনে প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের আদর্শপ্রেরণা উদ্দীপিত হয়েছে; সেই সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রথম পর্বের অবক্ষয়-অভিঘাতের

Scanned by CamScanner

আলোড়ন ও নূতন জীবনভাবনার তটপ্রান্তে ঘনীভূত হতে চাইছিল। এই সময়ের অভিনব গল্পরূপ 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীরও সীমান্ত পেরিয়ে চকিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বদ্‌নাম', 'মুসলমানীর গল্প' প্রভৃতিতে। সেই জীবন-স্রোতে অবগাহন ক'রে নবীন শিল্পিকুলের মধ্যে চল্লিশের শতকে অভ্যুদিত হলেন সুবোধ ঘোষ (১৯১০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮) প্রভৃতি ;—রবীন্দ্রতিরোভাবোত্তর কালের শিল্পী এঁরা। অন্যপক্ষে নূতন পরিবেশে আবহমান ধারা অনুসরণ ক'রে খ্যাতিলাভ করলেন মহিলা শিল্পী আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৮)।

আরো পরে যুদ্ধোত্তর জীবন ও দেশ-বিভাগে বিদীর্ণ স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের অজস্র সমস্যাকুলতার মধ্যে জীবনপ্রকৃতির মত গল্পশিল্পীর অনচ্ছ দৃষ্টিও অন্ধকারে পথ খুঁজে ফিরছে,—বাংলা ছোটগল্পের ধারা আজ রূপরীতির অভাবিত-পরিণাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার আবর্তে বিক্ষুব্ধ ; তার আগেই নূতন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধতার সূচনামুখে নিবাত নিষ্কম্প প্রত্যয়ের আলোটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ গল্প লিখে বিদায় নিয়েছেন ১৯৪১ খ্রীস্টসালে।

রূপ-রসের বিচিত্র আলোড়ন-আক্ষিপ্ত অধুনাতন বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তাই নূতন আলোর উৎকণ্ঠ পিপাসুতাই আজ একমাত্র সাধারণ লক্ষণ।

ভূদেব চৌধুরী

বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্যায়)—দীনেশরঞ্জন দাস গোকুলচন্দ্র নাগের সহযোগিতায় ১৯২৩এ (১৩৩০) 'কল্লোল' প্রকাশ করেন। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী দেখা দেন যাঁদের ছোটগল্পে ব্যাপ্তি ও গভীরতার বিচিত্র ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ মেলে। 'কল্লোলে'র সহযোগী পত্র হিসাবে 'কালিকলম' (১৯২৬) ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি'র (১৯২৭) নাম করা যেতে পারে। 'কল্লোলে'র লেখকগোষ্ঠীর গল্পে নিচুতলার জীবনযাত্রার প্রতি নিবিড় কৌতূহল ও নরনারীর সম্পর্কবিচারে অধিকতর সংস্কারমুক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলনে সমকালীন তরুণ বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মানসিক হাওয়াবদল স্পষ্টতই বিম্বিত হলো। অবিশ্বাস, সংশয়াতুর জিজ্ঞাসা, নৈরাশ্যের গ্লানি, পরাজয়ের যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং ধর্ম-প্রেম-সত্য-সৌন্দর্যসম্বন্ধীয় প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থাহীনতা এ সময়কার তরুণ বাঙালী লেখকদের মনোলোক আচ্ছন্ন করল। এর ভিত্তিমূলে কিছুটা বাস্তব পরিস্থিতির

Scanned by CamScanner

সাহিত্যপ্রেরিত অপরিণত রোমান্টিক ভাববিলাস ও আবেগতারল্য বেশ প্রকট হয়ে দেখা দিল।

'কল্লোল'গোষ্ঠীর গল্পলেখকদের বিশিষ্ট মানসিকতা অবশ্য আগেই দেখা দিয়েছিল জগদীশ গুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে। জগদীশ গুপ্তের গল্পে মনোগহনের আলো-আঁধারিতে মানুষের জীবনরহস্যের অনুসন্ধানে ব্যাধিত প্রাকৃতিকতার প্রতিভাস দেখা দিল। এইদিক দিয়ে তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী। অভিজ্ঞতায় ঐশ্বর্যবান শৈলজানন্দ কখনও পরিচিত সংসারের সাধারণ মানুষের অপরিচিত জীবনের অনাবিষ্কৃত গহনকে আলোকিত করলেন, কখনও কয়লাখনির সাঁওতাল বাউরী কুলি-কামিনদের অজ্ঞাত জীবনকে ঐকান্তিক সংবেদে চিত্রিত করলেন। 'কল্লোল'গোষ্ঠীর লেখক হিসাবে বিশেষ রূপে চিহ্নিত প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও প্রবোধকুমার সান্যাল। এর মধ্যে ছোটগল্প রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তাঁর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সংযত, পরিচ্ছন্ন ও ইঙ্গিতগর্ভ মিতভাষণে চিহ্নিত অসামান্য আঙ্গিকসিদ্ধি এবং পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণে তীক্ষ্ণ নৈপুণ্য। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র সমাজের অবক্ষয় ও অসুস্থতা রূপায়িত হল 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'মহানগর', 'পোনাঘাট পেরিয়ে', 'সংসার সীমান্তে', 'পুন্নাম' ইত্যাদি গল্পে; দাম্পত্যজীবনের সম্পর্কবন্ধনের পটভূমিকায় মানবমনের গোপন বিসর্পিল গতির সূক্ষ্ম শিল্পিত রূপ দেখি 'হয়তো', 'শৃঙ্খল', 'ভস্মশেষ', 'স্টোভ'-এ; সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিভেদের পাঁকের মধ্যে মানবিক শুভবুদ্ধি ও হৃদয়ধর্মের শ্বেতকমল ফুটেছে 'সাগরসঙ্গমে' গল্পে। প্রেমেন্দ্রের রোমান্টিক কবিপ্রাণ মুক্তি খুঁজেছে 'রবিন্‌সন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'সহস্রাধিক দুই', 'ময়ূরাক্ষী'তে। এর মধ্যে রূপকল্পের অভিনবত্বে আকর্ষক 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে প্রাত্যহিক বাস্তবের মধ্যে স্বপ্নমায়ার বেদনামধুর সঞ্চারণ স্মরণীয় শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রথম দিককার গল্পে 'কল্লোল'গোষ্ঠীর নৈরাশ্যক্ষুব্ধ কাল্পনিকতা-রঙীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে নানাস্থানে -পর্যটনকালে নানাশ্রেণীর মানুষের সম্বন্ধে গভীরতর অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর গল্প থেকে বিহ্বল ভাববিলাসের অনুরঞ্জন মুছে গিয়ে মানবিক পরিচয়ের অন্তরঙ্গ প্রত্যক্ষতা অনেকটা এল। বুদ্ধদেব বসুর বহির্ঘটনার সাপেক্ষতা বর্জিত, চরিত্রের বাসনাসংবেদের রেখাঙ্কনে নিবিষ্ট, কবিত্ব-

Scanned by CamScanner

[illegible] ছোটগল্পের সার্থক শিল্পরূপ [illegible] সাধুতা দিয়েছে। [illegible] ছোটগল্পে [illegible] [illegible] [illegible]

হাসির, অতিপ্রাকৃত, গোয়েন্দা, নানাধরণের সুখপাঠ্য, কৌতূহলসঞ্চারী গল্পবয়নে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতা। রোমান্টিক ভাবাবেশসঞ্চারে সরস স্নিগ্ধ দাম্পত্যপ্রেমের কাহিনী উপস্থাপনে এবং অতিপ্রাকৃতের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় জগতের শিহরণ উদ্রেকে বিশিষ্ট গল্প লিখেছেন মনোজ বসু।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম অগ্রণী লেখক। 'কল্লোল'গোষ্ঠীর লেখকদের তিক্ততা, মনোগহনের অনুসন্ধান, সমাজজিজ্ঞাসা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অধিকতর পরিণত ও গভীর রূপ পেল। কল্লোলীয়দের রোমান্টিক ভাববিহ্বল মানসিকতা,—বিজ্ঞানবাদী নির্মোহদৃষ্টি জীবনসত্যের অসঙ্কোচ উন্মোচনে অতন্দ্র এই লেখকের রচনায় ঘনীভূত শিল্প-রূপ লাভ করল। অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য, গভীর বস্তুনিষ্ঠা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণী মন নিয়ে মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং আত্মবঞ্চনা, মনোলোকের অসুস্থ বিকৃতি ও ক্লেদাক্ত কুটিলতা এবং আদিম জৈবতার অন্ধকারকে তিনি স্মরণীয় শিল্পদক্ষতায় রূপায়িত করলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'শিপ্রার অপমৃত্যু', 'সর্পিল', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'টিকটিকি', 'সিঁড়ি', 'সমুদ্রের স্বাদ'। পরবর্তীকালে মার্ক্‌সবাদে বিশ্বাসী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'বিবেক', 'নমুনা', 'রক্ত নোন্‌তা', 'কংক্রিট', 'শিল্পী', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারাণের নাতজামাই' প্রভৃতি উল্লেখ্য গল্পে উচ্চবিত্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন, মধ্যবিত্তের বিবর্তন ও মোহমুক্তি এবং জনগণের সংগ্রামী মনোভাব রূপায়িত। সুবোধ ঘোষের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলিতে বিষয়ের বৈচিত্র্য, পটভূমির বিস্তার ও অভিনবত্ব এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত অথচ ভাবমণ্ডিত ভাষাপ্রয়োগ লক্ষণীয়। বিচিত্র মনস্তত্ত্বের উদ্ঘাটনে আগ্রহী এই লেখক এ যুগে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর অর্থনৈতিক অবস্থার গভীর প্রভাব, অর্থ-নীতিনিয়ন্ত্রিত এই সমাজব্যবস্থায় মানুষের পঙ্গু মানসিকতা খুব উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে রোমান্টিক কল্পনাবিলাস এবং নাটকীয় আতিশয্যমণ্ডিত উচ্ছ্বসিত রচনাভঙ্গি দ্রষ্টব্য, কখনও ব্যাধিত পরিবেশ সৃষ্টির কষ্টকল্পিত প্রয়াসও দেখা যায়। সাধারণত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের ক্ষুদ্র আশাআকাঙ্ক্ষা, মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের সংবেদনশীল রূপায়ণই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে লভ্য। বিমল মিত্রের গল্পে নাটকীয় চমকসৃষ্টিতে জনচিত্তরঞ্জনের সুলভ প্রয়াস ও রমাপদ চৌধুরীর গল্পে রঙীন চটকদারী রোমান্টিকতা লক্ষণীয়।

Scanned by CamScanner

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে পারিবারিক জীবনের সুখে দুঃখে সরস চিত্র, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ও বিচক্ষণ উপস্থাপনভঙ্গিতে রূপায়িত। প্রতিভা বসুর গল্পে নারী-জীবনের বেদনামধুরিমা নারীর বিশিষ্ট দৃষ্টিতে প্রকাশিত। বাণী রায়ের গল্পে পরিশীলিত দীপ্তবুদ্ধি নারীমনের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নিবিড় কৌতূহল পরিস্ফুট।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর এই তিনজন লেখক সাম্প্রতিকতম গল্পকারদের সঙ্গে মানসিকতার অধিকতর নৈকট্যসূত্রে যুক্ত বলে বিশেষভাবে স্মরণীয়। নিটোল গল্প বলার দিকে মনোযোগী না হয়ে একালের মানুষের মনোলোকে অবগাহন ক'রে ক্লান্তি যন্ত্রণা হতাশায় জর্জর এই জটিল অবক্ষয়ী কালের অন্তঃস্বরূপ উন্মোচনে এঁরা আগ্রহী। এঁদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষকে বহিরাঙ্গিক চমকের দিকে অতিরিক্ত আগ্রহী বলে প্রায়শই মনে হয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প দৃষ্টি আকর্ষণ করে আন্তরিক সংবেদশীল জীবনবীক্ষণের কুশলী উপস্থাপনে। ননী ভৌমিকের গল্পের সাধারণ লক্ষণ বাস্তববাদী জীবননিষ্ঠা—তাঁর 'পূর্বক্ষণ' কিন্তু সাম্প্রতিকতম গল্পধারার একটি স্মরণীয় দিক্‌চিহ্ন। সাম্প্রতিক-কালে প্রকাশিত 'স্বীকারোক্তি' গল্পের কথা মনে রেখেও বলা চলে, সমরেশ বসুর আগেকার নিম্নবিত্ত বা ব্রাত্য চাষীশ্রমিকদের নিয়ে লেখা গল্পই অভিজ্ঞতালব্ধ আন্তরিক জীবনবোধে অনেক বেশী আদরণীয় ছিল। অমিয়ভূষণ মজুমদারের ধীরলয়ের শৌখীন মেজাজী গল্পে অব্যবহিত দেশকালের উত্তাপ বিশেষ লভ্য নয়; অসহিষ্ণু বিবেকী শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিষ্ঠুর মানবিক গল্পে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারকে আংশিকভাবেও স্মরণ করান। বিমল কর তাঁর সম্পাদিত 'এই দশকের গল্পে' সাম্প্রতিক নূতন গল্পরীতির কয়েকজন তরুণ লেখকের রচনা চয়ন করেছেন। এঁদের মধ্যে দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ই কিছুটা মনোযোগ দাবী করতে পারেন। কখনও আত্মকথা ও আত্মচিন্তার ভঙ্গিতে, কখনও রূপক, প্রতীকের আশ্রয়ে, কখনও রূপকথার আবহ সৃষ্টি ক'রে, কখনও চেতনাপ্রবাহের অবলম্বনে আধুনিক কবিতার চিত্রকল্পের ভাবানুষঙ্গ ব্যবহার ক'রে, এঁরা সমকালের অস্তিত্বের নানা সমস্যা, ব্যক্তির নানা যন্ত্রণা, মানুষের অন্তর্লোকের জটিল গহনের নানা সংবাদকে আভাসিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। নিটোল গল্পবলার প্রতি দারুণ অনীহা ও গল্পকে অমল শৈল্পিক শুদ্ধতা দেবার অভিলাষে কবিতার সঙ্গে তার ব্যবধান হ্রাসের ঐকান্তিক প্রয়াস এঁদের রচনায়

Scanned by CamScanner

স্পষ্ট। সাম্প্রতিক বাংলা গল্পধারায় সম্পূর্ণ একক ব্যক্তিত্ব কমলকুমার মজুমদারের বাংলা ভাষায় স্বভাবঐতিহ্যের বিরোধী পন্থানুসারী দুরূহপ্রবেশ গল্পাবলীর গভীর জীবনবীক্ষণের তীব্র কাব্যিক সম্মোহন সাম্প্রতিক তরুণ গল্পকারদের অনেককেই প্রেরিত করেছে।

Scanned by CamScanner